

৩



ক্ষমার বিনিময়ে জান্নাত !

কিয়ামাতের দিনের একটি দৃশ্যে চলে যাই। তখন কী যে ভয়াবহ অবস্থা হবে, জানো! সেদিন সবার মাথার ওপরে থাকবে সূর্য। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে পঞ্চাশ হাজার বছর! সবাই অস্থির হয়ে যাবে, কখন বিচার শুরু হবে? আর কখন আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন!

সেদিন কিছু মানুষকে আল্লাহ বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেবেন। তাদের পুরস্কার আল্লাহই দেবেন! কিন্তু তারা কারা?

সবাইকে যখন হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে, তখন একদল লোকের গলায় তরবারি ঝুলতে থাকবে। সেই তরবারি থেকে ঝরতে থাকবে রক্ত! তারা ভিড় করবে জান্নাতের দরজায়। কেউ একজন প্রশ্ন করবে, “ওরা কারা?”





নবি (ﷺ)-এর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবি ছিলেন আবু বকর (রাঃ)। তার ছিল এক দরিদ্র ভাতিজা। ভাতিজার নাম মিসতাহ। আবু বকর তাকে দেখাশোনা করতেন। তার জন্য টাকাপয়সা খরচ করতেন।

একবার মুনাফিকরা আবু বকরের মেয়ে আয়িশা (রাঃ)-এর নামে বদনাম করতে শুরু করল। অথচ সেটি ছিল একটি বানানো ও মিথ্যা ঘটনা। মুসলিমদের কষ্ট দেওয়ার জন্য মুনাফিকরা প্রায়ই এমন মিথ্যা রটাত। মিসতাহ (রাঃ)-ও না বুঝে মুনাফিকদের কথা প্রচার করতে লাগলেন।

মিসতাহও মুনাফিকদের কথা প্রচার করল? এই ভেবে আবু বকর মনে কষ্ট পেলেন। তিনি শপথ করলেন, ভাতিজার জন্য আর কোনো টাকাপয়সা খরচ করবেন না।



একদিন নবি ﷺ যাচ্ছিলেন মদীনার পথ দিয়ে। পথে দেখা হলো এক আনসারি সাহাবির সাথে। সেই সাহাবি তার ভাইকে ধমক দিয়ে বললেন, “তুমি এত লজ্জা করো কেন! লজ্জা একটু কম করবে। মানুষের সামনে এত লজ্জা করলে তারা কী বলবে! সুযোগ পেলে তারা তোমার ক্ষতি করে ফেলবে!”

লজ্জা তো ভালো গুণ! এজন্য বকা দিতে হবে কেন? বিষয়টা একদম পছন্দ হলো না নবিজির। তাই আনসারি সাহাবিকে ডাক দিয়ে বললেন, “ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।”

নবিজি নিজেও অনেক লাজুক ছিলেন। ঘরে-থাকা-কুমারী মেয়েদের থেকেও বেশি লাজুক ছিলেন তিনি। আবার যুদ্ধের ময়দানে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সাহসী। তাই লজ্জাশীল হওয়া কোনো দুর্বলতা নয়।

নবি ﷺ বলেছেন, “লাজুকতা ও কম কথা বলা ঈমানের দুটি বৈশিষ্ট্য। আর অশ্লীলতা ও বেশি কথা বলা মুনাফিকির দুটি বৈশিষ্ট্য।”



ইমাম শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ   ছিলেন একজন বিখ্যাত হাদীস-বিশেষজ্ঞ। একবার তিনি গাধার ওপর চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক বখাটে ছেলে। ছেলেটা ছিল নির্লজ্জ। সে বড়দের সম্মান করতে জানত না।

ছেলেটা বলল, 'শু'বাহ, আমাকে একটি হাদীস শোনাও তো!'

ইমাম শু'বাহ বুঝতে পারলেন, ছেলেটি হাদীস শুনতে আসেনি। সে এসেছে ঝামেলা করতে।

তাই তিনি বললেন, 'এভাবে হাদীস শেখা যায় না!'

ছেলেটা বলল, 'তুমি এফুগি একটি হাদীস বলো, নইলে কিন্তু...!'



তাই তো নবি  বলেছেন, “লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণ।”





ইখলাসের মূল্য অনেক বেশি

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা এক ব্যক্তিকে ডেকে আনবেন সবার সামনে। এরপর খুলবেন তার হিসাবের খাতা। প্রতিটি খাতা হবে যতদূর দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত ছড়ানো। এরকম খাতা হবে নিরানব্বইটি! তাতে লেখা থাকবে লোকটির ছোট-বড় সব আমলের কথা। আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, ‘তুমি কি এগুলোর কোনোকিছু অস্বীকার করো?’ সে বলবে, ‘না, হে আমার রব!’ আল্লাহ বলবেন, ‘আমার কাছে তোমার একটি নেকি আছে। আজ তোমার ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।’ এরপর লোকটির সামনে আনা হবে একটি ছোট কাগজের টুকরা। তাতে লেখা থাকবে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং

আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।”

সেই কাগজের টুকরোটি ওজন করা হবে। লোকটি অবাক হয়ে বলবে, ‘এত বড়-বড় খাতার তুলনায় এই ছোট কাগজের টুকরা ওজন করে কী হবে?’ তবুও সেটা ওজন করা হবে। নিরানব্বইটি খাতা রাখা হবে এক পাল্লায়। আর ওই ছোট কাগজটি রাখা হবে আরেক পাল্লায়। লোকটি অবাক হয়ে দেখবে, ছোট কাগজের টুকরার ওজনই বেশি হবে! আর বড় বড় খাতাগুলো হালকা হয়ে যাবে!

বন্ধুরা, সব মুসলিমরাই কালিমা পড়ে। কিন্তু সবার কালিমার ওজন তাদের গুনাহের পাল্লা থেকে ভারী হবে না। কারণ সবার ইখলাস সমান নয়। আর ইখলাসের কারণেই আমল ভারী হয়।





এক লোকের ইচ্ছা হলো সে বিয়ে করবে মক্কার কোনো অভিজাত নারীকে। এই ভেবে সে এক নারীর পরিবারে প্রস্তাব পাঠাল। তার নাম উম্মু কাইস। কিন্তু প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিলো উম্মু কাইসের পরিবার।

কিছুদিন পর আরবে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ল। উম্মু কাইস ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। হিজরতের অনুমতি আসার পর তিনি মদীনায়ে হিজরত করলেন। ওদিকে ওই লোকটাও মদীনায়ে হিজরত করল। তবে সে হিজরত করল উম্মু কাইসকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করেনি সে। তাই তার হিজরত কবুলও হয়নি। সাহাবিরা বলতেন, ‘সে তো উম্মু কাইসের মুহাজির!’

ইখলাস না থাকলে আমাদের আমল কবুল হবে না। ইখলাসের একটি অর্থ হলো বিশুদ্ধ নিয়ত।

নবি ﷺ বলেছেন, “কাজের ফল নির্ভর করে নিয়তের ওপর। নিয়ত যেমন, কাজের ফলও হবে তেমন। যে হিজরত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হয়েছে ধরা হবে। আর যে হিজরত করে দুনিয়া পাওয়ার জন্য অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরতের বিনিময় সেটাই হবে।”



নবি সুলাইমান (ﷺ)-কে আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন এক বিশাল রাজত্ব। এমন রাজত্ব আর কাউকে দেওয়া হয়নি। জিন, মানুষ, পশু-পাখি সবই ছিল তার অনুগত। সবার ভাষাও বুঝতে পারতেন তিনি।

একবার সুলাইমান (ﷺ) তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি উপত্যকায় এসে দেখলেন, সেখানে অনেক পিপড়া। একটি পিপড়া সুলাইমান (ﷺ)-এর বাহিনী দেখে ছুটে পালাল। সে অন্য পিপড়াদের বলল, 'হে পিপড়ার দল, তোমরা সবাই গর্তে ঢুকে পড়ো। নইলে সুলাইমান ও তার বাহিনী তোমাদের পিষে ফেলবে!'





ইখলাছ না থাকলে জয়ী হয় ইবলীস

বানু ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ছিলেন খুবই ইবাদাতগুজার। তিনি দিনরাত আল্লাহর ইবাদাত করতেন। একবার তিনি শুনলেন, লোকেরা একটি গাছের পূজা করছে! একথা শুনে রেগে গেলেন তিনি। ভাবলেন, এখনই কেটে ফেলতে হবে গাছটি। এই ভেবে হাতে কুড়াল নিয়ে রওনা দিলেন।

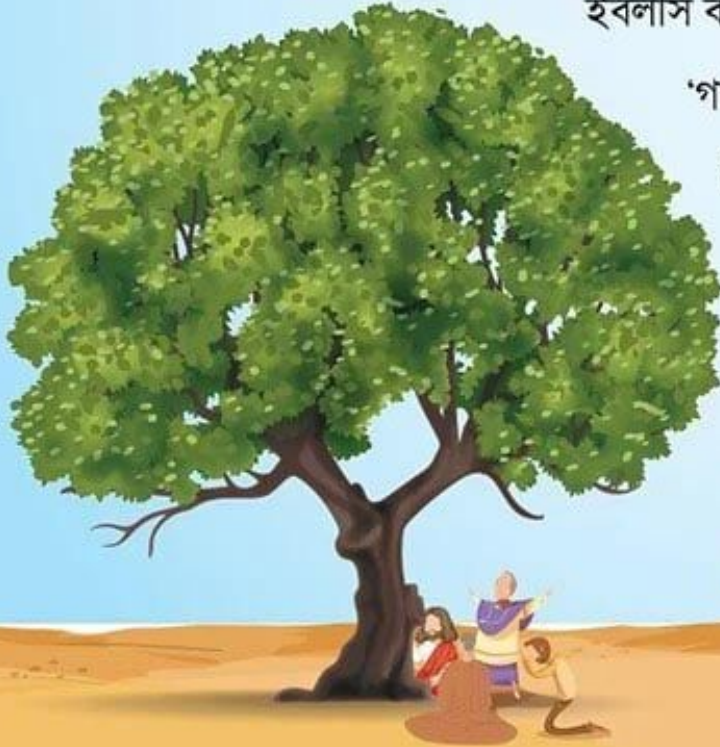
পথে দেখা হলো ইবলীসের সাথে। একজন বৃদ্ধ লোকের আকৃতি নিয়ে হাজির হলো সে।

ইবলীস বলল, 'এই যে দরবেশ! কোথায় যাচ্ছেন?'

'গাছটা কেটে ফেলব,' জবাব দিলেন তিনি।

ইবলীস তাকে বারবার নিষেধ করল। কিন্তু তিনি থামলেন না। তখন ইবলীস ধস্তাধস্তি করতে লাগল ওই দরবেশের সাথে। কিন্তু দরবেশ একবার আঘাত করেই ইবলীসকে মাটিতে ফেলে দিলেন।

এবার ইবলীস একটা নতুন বুদ্ধি বের করল। সে বলল, 'তুমি গাছটা কেটো না। বিনিময়ে আমি তোমাকে প্রতিদিন দুটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেবো। এই স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তুমি অনেক ভালো কাজ করতে পারবে!' এই কথায় রাজি হয়ে গেলেন তিনি।

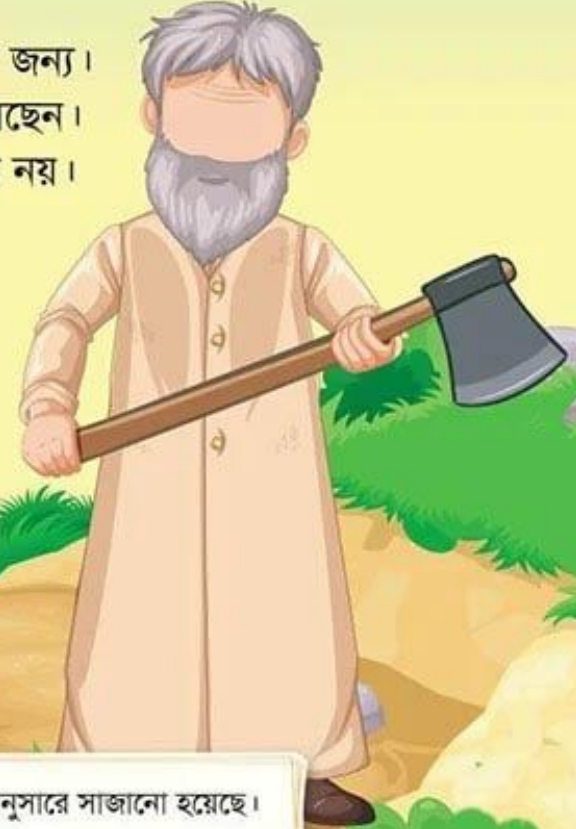


পরপর দুই দিন দরবেশ তার ঘরে দীনার পেয়ে গেলেন। কিন্তু তৃতীয় দিন কিছু পেলেন না।
এবার রেগে গেলেন তিনি। কুড়াল হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আজ গাছটা কেটেই ফেলবেন।
পথে আবার ইবলীস হাজির হলো বৃদ্ধের আকৃতি নিয়ে। দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হলো।
কিন্তু এবার জিতে গেল ইবলীস!

আল্লাহর বান্দাকে চিং করে ফেলে দিলো মাটিতে।

সেই ইবাদাতগুজার বান্দা অবাক হয়ে বললেন, 'আজ তুমি আমাকে হারিয়ে দিলে
কীভাবে?'

ইবলীস বলল, 'কারণ প্রথমবার তুমি রাগ করেছিলে শুধুই আল্লাহর জন্য।
সেদিন তোমার কাজে ইখলাস ছিল। তাই আল্লাহই তোমাকে জিতিয়েছেন।
কিন্তু আজ তুমি রাগ করেছ স্বর্ণমুদ্রা না পাওয়ার কারণে, আল্লাহর জন্য নয়।
তাই এবার আমি তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি!'



ঘটনাটি ইবনু আবিদ দুন্ইয়া-এর মাকায়িদুশ শাইতান-এর ৬০ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।